রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

জানুয়ারি-২০২০

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

জানুয়ারি মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৩৪০টি। নিহত ৪৪৫** জন এবং আহত **৮৩৪** জন। নিহতের মধ্যে শিশু **৩৯** এবং নারী **৮১** জন। এককভাবে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। **৮৯**টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে **১০৩** জন, যা মোট নিহতের **২৩.১৪** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **২৬.১৭** শতাংশ।

দুর্ঘটনায় **১২২** জন পথচারী নিহত হয়েছেন, যা মোট নিহতের **২৭.৪১** শতাংশ। বাস যাত্রী-**৩৩**, প্রাইভেট কার ও মাইক্রোবাস যাত্রী-**২৮**, ট্রাক ও পিক-আপ ভ্যান যাত্রী-**২৪**, থ্রি-হুইলার যাত্রী **১০৬** জন নিহত হয়েছেন। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **২৯** জন।

দুর্ঘটনায় ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষ নিহত হয়েছেন **৩১৭** জন, অর্থাৎ **৭১.২৩** শতাংশ।

দুর্ঘটনাসমূহ আঞ্চলিক সড়কে **১৮৪ টি** (৫৪.১১%) এবং মহাসড়কে **১৫৬ টি** (৪৫.৮৮%) ঘটেছে।

দুর্ঘটনার ধরন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মুখোমুখি সংঘর্ষ **৬১** (১৭.৯৪%), নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বা উল্টে **৮৯** (২৬.১৭%), সাইড দিতে যেয়ে **৬৬** (১৯.৪১%) এবং চাপা দেয়ার ঘটনা ঘটেছে **১২২** (৩৫.৮৮%)।

দুর্ঘটনায় দায়ী যানবাহনের সংখ্যা- **৪৬৯**। (বাস-**৭০**, ট্রাক ও পিক-আপ-**৯৭**, কাভার্ড ভ্যান-**১৬**, লরি ও ট্রাক্টর-**২৩**, কার ও মাইক্রোবাস-**৩৩**, মোটরসাইকেল-**৮৯**, বাইসাইকেল-**১৬**, নসিমন-করিমন-আলমসাধু-মাহেন্দ্র-**৮৭**, ইজিবাইক-৩৩, টমটম-২, পাওয়ার টিলার-১, ট্রলি-১, পুলিশ জীপ-১।

১১টি রেল দুর্ঘটনায় ৯ জন এবং ৮টি নৌ-দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহত হয়েছেন।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৭টি জাতীয় দৈনিক, ৪টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ:

১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা; ৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহ:

১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে; ৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা রাস্তা তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. রারবার কমিটি গঠন এবং সুপারিশমালা তৈরির চক্র থেকে বেরিয়ে টেকসই পবিহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা পোষণ করতে হবে।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন।
প্রয়োজনে: **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**